দৈনিক ইনকিলাব

৩/৬/২০০৩
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য দায়ী কে-

মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক। ভুল স্বীকার করাটাও একটি
গুণবিশেষ। কিন্তু ভুল স্বীকার না করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা খুবই
নিন্দনীয়। অথচ এই মনোবৃত্তিই আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তবে
এর অর্থ এই নয় যে, বারে বারে ভুল করা হবে এবং ভুল স্বীকার করে সবকিছুর
মাফ পাওয়া যাবে। কারণ কোন কোন ভুল এমন মারাত্মক আকারের হয়ে থাকে,
যে অস্বীকার করা হোক বা না হোক- ক্ষমতার অযোগ্য এমনকি শাস্তিযোগ্য ও
... পারে। এরূপ ভুলভ্রান্তির বহু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে।
... হওয়া ... ভাবে ...
করা যায়। বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক রচনা-প্রকাশনা, পরীক্ষার ফলাফল,
প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায়শ ভুলের ছড়াছড়ির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত
হতে দেখা যায়। এসব ভুলের মধ্যে এমনও রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী বা পরীক্ষার্থীদের
ভাগ্য যার উপর নির্ভরশীল। দেখা যায়, ভুল সংশোধনের জন্য দাবীদাওয়া
করলেও সহজে তা পূরণ হয় না, এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কৃত ভুলকে সঠিক
প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে কোন কোন সময় ছাত্র-
ছাত্রীদের আদালতের আশ্রয় নিতেও বাধ্য হতে হয়।

ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ভুল
স্বীকার করে তা সংশোধন করে নিলে তাতে অনেক সমস্যার হাত হতে রেহাই
পাওয়া যায় এবং বহুক্ষেত্রে অনাসৃষ্টি হতেও রক্ষা পাওয়া যায়। এখানে এই
ভূমিকার কারণ হচ্ছে প্রকাশিত একটি খবর। 'প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য বিজি প্রেস
দায়ী' শীর্ষক খবরটিতে বলা হয়েছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসএস (১ম
পর্ব) রাষ্ট্রবিজ্ঞান কম্প্রিহেন্সিভ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য বিজি প্রেসকে দায়ী
করা হয়েছে। গত শনিবার এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় মোট
১৫টি প্রশ্ন হতে যে কোন ১০টির উত্তর দেয়ার নিয়ম থাকলেও প্রশ্নপত্রে যে কোন
৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও ছাপা হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে প্রথমে তাদেরকে ৫ প্রশ্নের উত্তর দিতে বল
হয়, পরে আবার বলা হয় ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে। এর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে
যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা সময়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরীক্ষার্থীরা। অবশেষে এই ব্যাপারে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'ভুলটি
বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র প্রকাশে
জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠানো হইয়াছিল উহাতে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও উল্লে
রহিয়াছে। বিজি প্রেস ভুল করিয়া ১০-এর স্থলে ৫ প্রকাশ করিয়াছে।' এটি এ
অদ্ভুত সাফাই যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অনৈতিক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রেরিত পাণ্ডুলিপি খানা যথাযথভাবে ছাপা হল কিনা তা যাচাই করে দেখা
দায়িত্ব কার? যদি পাণ্ডুলিপি যাচাই বা মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল
কর্তৃপক্ষের না হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায় যদি প্রেস অন্য কোন পাণ্ডুলিপি মুদ্র
করে বসে সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করতেন? এমতাবস্থা
প্রশ্নপত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চললে সেজন্য কাকে দায়ী করা হবে? প্রশ্নপ
প্রণয়ন করার পর তার পাণ্ডুলিপি শুধু কি প্রেসে প্রেরণ করার মধ্যেই জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? প্রশ্নপত্রের ন্যায় অতীব গুরুত্ব বিষয়টি
দায়িত্ব বিশুদ্ধ, সঠিক ও যথার্থভাবে প্রেস কর্তৃক সম্পন্ন করল কিনা তা দেখা
দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে এড়িয়ে যেতে পারেন
বোধগম্য নয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাহেবের এহেন উত্তরকে কোন প্রকারেই যুক্তি
ভিত্তিতে আনা যায় না। আমরা স্বীকার করি যে, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা তথা ফা
হয়ে যাওয়ার আশংকা মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করতে হ
তাই বলে নির্ভুল বা ত্রুটিমুক্ত প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া কি সংশ্লি
কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বহির্ভূত? ভিসি সাহেব বলেছেন যে, প্রেসের ভুলের ব্যাপা
কোন ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার তাদের নেই। তবে বিষয়টি তারা মন্ত্রণাল
জানিয়েছেন। এই কৈফিয়তও কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা জোরালো সে সম্পর্কেও প্র
রয়েছে। সে যাহোক, প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপ
প্রণয়ন করে সেহেতু সঠিকভাবে ছাপা হয়েছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই বর্তাবে। কর্তৃপক্ষ কিছুতেই এই দায়িত্ব উপেক্ষা করা
পারেন না। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা আবশ্যক যে, জাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রায় ভুলের অভিযোগ পাওয়া যা
এরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য ভবিষ্যতে বাস্তব পদক্ষেপ এবং প্রয়োজ
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ভুল হলে
স্বীকার করে সংশোধন করার ব্যবস্থা নেয়া হলে অনভিপ্রেত সমস্যা সৃষ্টির হা
হতে রেহাই পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।